তারিখ ... 19 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা

বাস্তবতার নিরিখে সফল করার উদ্যোগ নিন

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের ৪৮০ কোটি টাকা ফেরত যাচ্ছে। কারণ এই টাকা প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করা যায়নি। ২০১২ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের অনুমোদন দেয়া এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৭ সালে। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ অর্ধেকের বেশি পেরিয়ে গেছে; কিন্তু অর্থ ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ। মূলত উপকূলীয় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলে শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণী সূত্রে জানা যাচ্ছে— প্রকল্পের বাকি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না। ফলে ফেরত যাবে প্রকল্পের বাকি অর্থ। বৈঠকে প্রকল্পের কাজের ফিরিস্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য শিখন কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রমের অগ্রগতি হয়েছে ৮০ শতাংশ। শিশু শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম ৯০ শতাংশ। যদি বৈঠকের এসব তথ্য-উপাত্ত যথার্থ হয় তবে একথা বলতেই হবে যে, প্রকল্পের ৮০-৯০ শতাংশ কাজ নির্ধারিত সময়ের অর্ধেকের বেশি সময়ে সম্পন্ন করা একটি ইতিবাচক সাফল্য। যেখানে এমন সাফল্য আছে সেখানে বাকি ১০-২০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করাও প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন পূরণ না করে প্রকল্পের অর্থ দাতাদের ফেরত পাঠালে সেটা কি কাজের সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না? বিশেষত, যখন মন্ত্রণালয়ের ওই বৈঠকেই বলা হয়েছে, অনেক শিক্ষার্থী ভর্তির পরও পুনরায় ঝরে পড়েছে। আবার প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য না হওয়ায় অনেককে বাদ দেয়া হয়েছে এবং মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক শিখন কেন্দ্র। ফলে ভর্তি হওয়া শিশুরা প্রত্যেকেই প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষ করতেও পারছে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বেঁচে যাওয়া অর্থ ফেরত পাঠিয়ে দাতাদের নেতিবাচক মনোভাবের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রকল্পটির ধরন পাল্টিয়ে সম্প্রসারিত করার কথা ভাবছে— এই ভাবনাটি ইতিবাচক বলা চলে।

শিক্ষার অধিকার থেকে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা সারা দেশে বিপুল। শুধু উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে তারা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পটিকে সম্পূর্ণ সফল করে তোলার জন্য এর আওতা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করার বিকল্প নেই।

আমরা আশা করি, বাস্তবতার নিরিখে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রকল্পটিকে পরিপূর্ণ সফল করার লক্ষ্যে সারা দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।